IEDCR

চিকুনগুনিয়া বুলেটিন

সংখ্যা ২২ তারিখ: ২৪ জুলাই ২০১৭ সোমবার

সর্বশেষ পরিস্থিতি

- ৯ এপ্রিল হতে ২৪ জুলাই ২০১৭ পর্যন্ত চিকুনগুনিয়া সনাক্তের জন্য আইইডিসিআর-এ প্রাপ্ত রক্তের নমুনা পরীক্ষায় নিশ্চিত চিকুনগুনিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা ৮১৫ জন।
- আইইডিসিআর-এ দেশের বিভিন্ন জেলার সিভিল সার্জন ও মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল হতে প্রাপ্ত সম্ভাব্য রোগীর সংখ্যা প্রেরণ করা হয়। সম্ভাব্য রোগীর সংজ্ঞাঃ যদি কোন ব্যক্তি জ্বর এবং গিরায় ব্যাথা বা প্রদাহ নিয়ে চিকিৎসকের নিকট আসেন তবে তিনি সম্ভাব্য রোগী হিসাবে বিবেচিত হয়েছেন। এ সব তথ্য পাবার পরে আইইডিসিআর নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে যাচাই-বাছাই করে রোগীর সংখ্যা চূড়ান্ত করা হয়েছে।

জেলার নাম	সম্ভাব্য রোগীর মোট সংখ্যা (২৪/০৭/১৭ বিকেল ৩টা পর্যন্ত)	যাচাই-বাছাই শেষে মোট রোগীর সংখ্যা (২৪/০৭/১৭ বিকেল ৩টা পর্যন্ত)
দিনাজপুর	১	০
বগুড়া	৯	৫
জয়পুরহাট	১	০
বরিশাল	৪	০
গোপালগঞ্জ	১০	১
ঢাকা জেলা*	১৮	৫
নরসিংদী	১৭	১২
মুন্সীগঞ্জ	১৪	২
নারায়নগঞ্জ	৭	০
গাজীপুর	৪	২
নেত্রকোনা	৩	১
হবিগঞ্জ	৩	০
লক্ষ্মীপুর	৩	০
চট্টগ্রাম	১৭	৩
রাজশাহী	১	১
নওগাঁ	৩	০
সর্বমোট	**১১৫**	**৩২****

*সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত

** এদের অনেকেরই ঢাকা মহানগর ভ্রমণের ইতিহাস আছে ও এরা অধিকাংশ পোস্টচিকুনগুনিয়া আর্থ্রাইটিস এ আক্রান্ত।

- আইইডিসিআর হটলাইনে ঢাকা সহ সারা দেশ থেকে গত ৬ জুলাই থেকে ২৪ জুলাই বিকেল ৫টা পর্যন্ত সর্বমোট ফোনকল এসেছে ২২৭৩টি। এর মধ্যে মোট সম্ভাব্য নতুন ও পুরোনো রোগী ১৭৯৯ জন। নতুন রোগী ৭৯৩ জন ও পুরোনো রোগী ১০০৬ জন। অবশিষ্ট ফোনকলকারীগণ তথ্য জানতে চেয়েছেন।

এডিস ইজিপ্টি ও এলবোপিক্টাস মশার আরোা খবর

- দু প্রজাতির মশা-ই তাদের জীবনকাল জন্মস্থানের আশে পাশে পার করে, কারণ তারা বেশীদূর উড়ে যেতে পারে না। তাই এ মশাকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বহন করে না নিয়ে গেলে নতুন জায়গায় এর বিস্তার ঘটে না।
- পাত্রে জমে থাকা পানিতে এ মশা প্রতি ব্যাচে ১০০-২০০ টি ডিম পাড়ে। প্রতি ব্যাচ ডিম পাড়ার আগে এক বার পেট ভরে রক্ত খায়। প্রতি ব্যাচের ১০০-২০০ ডিম একাধিক পাত্রে পাড়ে। শুকনো পরিবেশে শুকনো পানিবিহীন পাত্রে এ মশার ডিম অনেক দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। ডিমের এ বেঁচে থাকার ক্ষমতা এলবোপিক্টাস-এর চাইতে ইজিপ্টির বেশী।
- দু প্রজাতির মশা-ই দিনের বেলায়, বিশেষ করে সূর্যোদয়ের দু' ঘন্টা পরে ও সূর্যাস্তের দু' ঘন্টা আগে বেশী কামড়ায়। তবে খুব বেশী আলোকিত ঘরে এ মশা রাতেও কামড়ায়।

চট্টগ্রামে চিকুনগুনিয়া নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

চট্টগ্রামের সিভিল সার্জন কার্যালয়ে গত ১৫ জুলাই চিকিৎসকদেরকে সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করা হয় এবং চিকুনগুনিয়া চিকিৎসার জাতীয় নির্দেশিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রামের সিভিল সার্জন ডা. আজিজুর রহমান সিদ্দিকী। প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম বিভাগের পরিচালক (স্বাস্থ্য) ডা. এ. এম. মুজিবুল হক।

সচেতন হোন, সুস্থ থাকুন

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হটলাইন ১৬২৬৩ নম্বরে স্বাস্থ্য বাতায়নে চিকুনগুনিয়া বিষয়ে ২৪ ঘন্টা তথ্য পাবেন।

চিকুনগুনিয়া সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে এই ওয়েবসাইট ভিজিট করুন- www.iedcr.gov.bdঅথবা হটলাইনঃ ০১৯৩৭১১০০১১, ০১৯৩৭০০০০১১ ফোন করুন